রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং পদ্ধতি

(Chemical Management Policy & Procedure)

পলিসি/নীতিমালাঃ

স্প্রিং ট্রেড লিঃ এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও শ্রমিকদের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার এর ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ও আইন সম্মত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত করে থাকে। রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের ফলে মানুষের মধ্যে নানা প্রকার জটিল রোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং নানা প্রজাতির উদ্ভিদ প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। তাই এই নীতি পদ্ধতির মৌলিক ও মূখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়, ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং অপসারন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিত বর্ণনাও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেয়া যাতে সুরক্ষিত ভাবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করা ও ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে অংগীকারবদ্ধ।

আইনের সূত্রঃ

রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সম্পুরক জাতিসংঘের পরিবেশ নীতিসমূহ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত পরিবেশ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রবিধ, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা, বাংলাদেশ কেমিক্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক রাসায়নিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুসরণ করে থাকেন। সকল বায়ার এর নীতিমালা অনুসরণ এবং ZDHC 2020 জিরো ডিসচার্জের লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে, কারখানার অভ্যন্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা এবং ক্রমান্বয়ে ঝুঁকিমুক্ত কেমিক্যাল এবং যদি কোন পরিবর্তন আসে তা প্রয়োগে কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সচেষ্ঠ থাকবে।

২। অর্গানাইজেশন (Organization):

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করা ও ব্যবহার না করা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া যাহাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন হয় সে জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক কর্মধারা ও কর্ম পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

২.১। অর্গানোগ্রাম:

"রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতি" নিম্নোক্ত চার্টে বর্ণিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা বাস্তবায়ন ও তদারকি করে থাকে।

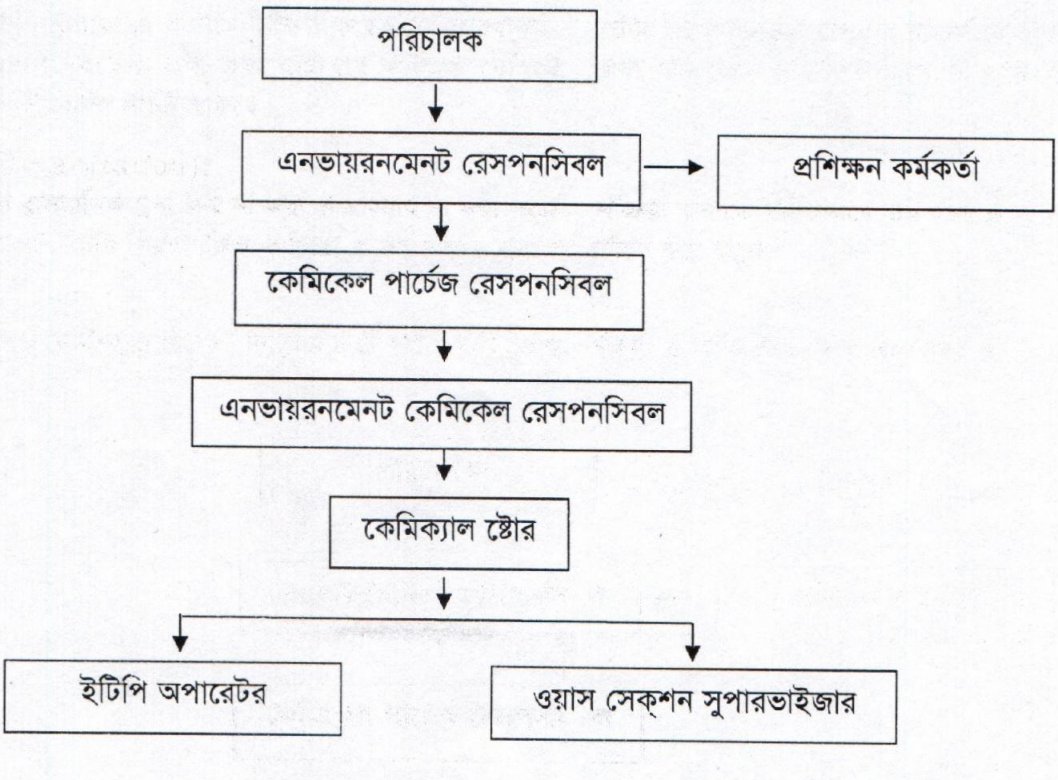

২.২। দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহঃ

পরিচালক : বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করার নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

এনভায়রনমেন্ট রেসপনসিবল : বাংলাদেশ কেমিক্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক রাসায়নিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুসরণ করে থাকেন। সকল বায়ার এর নীতিমালা অনুসরণ এবং ZDHC 2020 জিরো ডিসচার্জের লক্ষ্যে কাজ করবেন। Banned Chemical No Use Policy & Procedure Policy বাস্তবায়ন এবং বায়ার এর চাহিদা পুরনে ভুমিকা রাখেন। যারা ওয়েস্ট ক্রয় করেন তাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন। যারা ওয়েস্ট ক্রয় করেন তারা পরিবেশের ক্ষতি করে এ ধরনের কোন কাজে কেমিক্যাল ওয়েস্ট ক্রয় করেন কিনা এই মর্মে লিখিত অঙ্গিকারনামা আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

কমপ্লায়েন্স বিভাগ : কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রয়োগের লক্ষ্যে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা। রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য যাতে কারখানায় সরবরাহ না করে সে ব্যাপারে অবগত করবেন। রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবন্দদেরকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের রিকুইজিশন না দেওয়ার জন্য অবগত করা।

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা : কেমিক্যাল ব্যবহারকারীকে প্রতিটি কেমিক্যাল সম্পর্কে মৌলিক ধারনা দিবেন। কেমিক্যাল ব্যবহার করতে গিয়ে যে সকল বিপদ হতে পারে সে সম্পর্কে ধারনা দিতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা বা আত্মরক্ষাকমূলক সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা দিতে হবে। জরুরী অবস্থার মোকাবেলা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সম্পর্কে ধারনা দিতে হবে।

কেমিক্যাল পার্সেজ রেসপনসিবল : কেমিক্যাল এর পরিমান উল্লেখ করে প্রোডাকশন বিভাগ হতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরসহ ষ্টোরে চাহিদা পত্র দিতে হবে। ষ্টোর উক্ত চাহিদাপত্র যাচাই করে পার্সেজ বিভাগকে প্রদান করবে। পার্সেজ বিভাগ উক্ত চাহিদা পত্র অনুযায়ী মনোনীত কোম্পানী হতে কেমিক্যাল ক্রয় করবে এবং ব্যান্ড কেমিক্যাল লিষ্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে সেটা ব্যান্ড কেমিক্যাল কিনা। কেমিক্যাল ক্রয়কালে অবশ্যই মূল এমএসডিএস (MSDS) সংগ্রহ করতে হবে।

এনভায়রনমেন্ট কেমিক্যাল রেসপনসিবল : পার্সেজ বিভাগ কেমিক্যাল ক্রয়ের পর উক্ত কেমিক্যাল ব্যান্ড কেমিক্যাল লিষ্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে সেটা ব্যান্ড কেমিক্যাল কিনা। কেমিক্যাল এর সঠিক এম এস ডি এস (MSDS) সংগ্রহ এবং তা যথাযথভাবে প্রয়োগে এনভায়রনমেন্ট কেমিক্যাল রেসপনসিবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

কেমিক্যাল ষ্টোর : কেমিক্যাল ষ্টোর ক্রয়কৃত কেমিক্যালের চালান যাচাই করবে এবং চালানের সাথে কেমিক্যালের পরিমান মিলিয়ে গ্রহন করবে। কেমিক্যাল সংরক্ষণের সময় উপযুক্ত এমএসডিএস ও সঠিক লেবেলিং চেক করবেন। এমএসডিএস অনুযায়ী কেমিক্যাল সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিটি কেমিক্যালকে সেকেন্ডারি কনটেইনমেন্ট এ সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন। কেমিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে F I F O (First In First Out) নীতি অনুসরণ করবে এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত কেমিক্যাল মজুত করা থেকে বিরত থাকবে।

ইটিপি অপারেটর : নিজস্ব ইটিপিতে তরল বর্জ্য পরিশোধিত করতে হবে। তরল বর্জ্যের পরিমান কখনো ইটিপি এর ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হবে না তা তদারকি করবেন। তরল বর্জ্যের মান বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রতি তিন মাস অন্তর একবার পরীক্ষা করাতে হবে। কেমিক্যাল সংরক্ষণের সময় উপযুক্ত এম এস ডি এস ও সঠিক লেবেলিং অনুসরণ করবেন।

ওয়াশ সেকশন সুপারভাইজার : ওয়াশ সেকশন সুপারভাইজার প্রয়োজন অনুসারে ষ্টোর সেকশনে চাহিদা পত্র দিয়ে কেমিক্যাল সংগ্রহ করবেন। কেমিক্যাল সংরক্ষণের সময় উপযুক্ত এম এস ডি এস ও সঠিক লেবেলিং অনুসরণ করবেন এবং SOP অনুসারে গার্মেন্ট ওয়াশ করবে।

ওয়েলফেয়ার অফিসার : কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় সঠিক ভাবে পি,পি,ই, ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। সকল কেমিক্যাল সেকেন্ডারী কন্টেইনমেন্টে এ আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

পরিচ্ছন্ন কর্মী : তরল বর্জ্য ইটিপিতে ডিসপোজাল করার সময় প্রয়োজনীয় পিপিই ব্যবহার করে ডিসপোজাল করবেন এবং সিডিউল অনুযায়ী নিরাপদ কেমিক্যালের প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহণ করবেন।

৩। কার্যাবলী ঃ

ক) ক্রয়, সংরক্ষণাগার, ব্যবহার ও নিস্পত্তিঃ কেমিক্যাল এর পরিমান উল্লেখ করে প্রোডাকশন বিভাগ হতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরসহ ষ্টোরে চাহিদা পত্র দিতে হবে। ষ্টোর উক্ত চাহিদাপত্র যাচাই করে পার্সেজ বিভাগকে প্রদান করবে। পার্সেজ বিভাগ

উক্ত চাহিদা পত্র অনুযায়ী মনোনীত কোম্পানী হতে কেমিক্যাল ক্রয় করবে এবং ব্যান্ড কেমিক্যাল লিষ্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে সেটা ব্যান্ড কেমিক্যাল কিনা, কেমিক্যাল ষ্টোর ক্রয়কৃত কেমিক্যালের চালান যাচাই করবে এবং চালানের সাথে কেমিক্যালের পরিমান মিলিয়ে গ্রহন করবে। কেমিক্যাল সংরক্ষণের সময় উপযুক্ত এমএসডিএস ও সঠিক লেবেলিং চেক করা হবে। এমএসডিএস অনুযায়ী কেমিক্যাল সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিটি কেমিক্যালকে সেকেন্ডারি কনটেইনমেন্ট এ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়, ওয়াশ সেকশন সুপারভাইজার প্রয়োজন অনুসারে ষ্টোর সেকশনে চাহিদা পত্র দিয়ে কেমিক্যাল সংগ্রহ করবে। কেমিক্যাল সংরক্ষণের সময় উপযুক্ত এমএসডিএস ও সঠিক লেবেলিং অনুসরণ করে SOP অনুসারে গার্মেন্ট ওয়াশ করতে হবে এবং তরল বর্জ্য ইটিপিতে ডিসপোজাল করার সময়ে প্রয়োজনীয় পিপিই ব্যবহার করবে।

খ) পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের রাসায়নিক ঝুঁকি মূল্যায়ন :

কর্মক্ষেত্রে কেমিক্যালের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবহারকারীদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা, কর্মক্ষেত্রের আশেপাশের এবং এর বাহিরের পরিবেশকে দূষণ ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

গ) রাসায়নিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা : রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী স্টোর অফিসার রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় করার জন্য নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (ক্রয় কর্মকর্তা) কে চাহিদা পত্র দিতে হবে। নতুন কোন রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে ঃ

ক) ঝুঁকি সম্পৃক্ততা

খ) সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা যা ঝুঁকি কমাতে পারে

গ) এমএসডিএস নিশ্চিতকরন

ঘ) প্রযোজ্য আইন

ঘ) রাসায়নিক ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও সনাক্ত যোগ্যতা : রাসায়নিক দ্রব্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সবকিছু ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সরবরাহকারীর সাথে যোগযোগ করতে হবে। ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র বা চুক্তিপত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানের স্বাক্ষর নিতে হবে যেন চাহিদা অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্যের প্রর্যাপ্ততা থাকে। নতুন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার শুরুর আগে অবশ্যই রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক যাচাই করাতে হবে।

ঙ) প্রবর্তন ও প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতা : ফিনিশিং এরিয়ায়, ইনহাউজ ল্যাব এ ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে যাতে কাস্টমারের চাহিদা পূরন করতে পারে। সকল এমএসডিএস রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষন এবং ব্যবহার এর জায়গায় রাখতে হবে এবং মূলকপি ইএমএস অফিসার সংরক্ষন করবে। কোন এমএসডিএস হালনাগাদ হলে অতিদ্রুত পুরাতনটির জায়গায় নতুনটি সংযোজন করতে হবে। ব্যবহৃত কোন রাসায়নিক দ্রব্যের ফরমুলায় কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা যদি কোম্পানীর পলিসি বিরূদ্ধ হয় তবে অবশ্যই বিকল্প রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় করতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য যা এই প্রক্রিয়া দ্বারা মূল্যায়িত নয় অবশ্যই তা ফ্যাক্টরিতে গ্রহনযোগ্য হবে না।

ক) বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের অপ্রতুলতা।

খ) বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের উচ্চ ক্রয়মূল্য।

গ) বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের চেয়ে বেশী কার্যকারিতা সম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রয়োজনীতা।

ঘ) পরিবেশ /স্বাস্থ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন সাধন।

৪। **রুটিন এন্ড প্রসিডিউর:** অত্র প্রতিষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে নিম্নের নিয়মমাফিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

অপারেসনাল /ডকুমেন্ট নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি:

কি বাস্তবায়ন করা হবে	কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে	কে বাস্তবায়ন করবে	কখন বাস্তবায়ন করা হবে	নিস্পত্তির সময়সীমা
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা তৈরী করা।	বিভিন্ন বায়ারের নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা অনুসরণ।	ওয়াস টেকনিশিয়ান, এন্ড ই,সি, আর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	১ম সপ্তাহ
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।	নীতিমালা অনুসরণ	ওয়াস টেকনিশিয়ান, এন্ড ই,সি, আর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	১ম সপ্তাহ
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য রিকুইজেশন তৈরী না করা।	নীতিমালা অনুসরণ	ওয়াস টেকনিশিয়ান, এন্ড ই,সি, আর	রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের সময়	১ম সপ্তাহ
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা সম্পর্কে ক্রয় বিভাগকে অবহিত করা।	সভা/মিটিং এর মাধ্যমে	ই,সি, আর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	১ম সপ্তাহ
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা সম্পর্কে ষ্টোর বিভাগকে অবহিত করা।	সভা/মিটিং এর মাধ্যমে	ই,সি, আর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	৭ দিন
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার না করা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা।	সভা/মিটিং এর মাধ্যমে	ই,সি, আর	ক্রয়ের পর।	১ম দিন-চলমান

* প্রতি মাসে একবার করে কেমিক্যাল ইনভেন্টরী করতে হবে।
বায়ারের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন, পর্যালোচনা এবং তদারকির জন্য একটি SOP থাকতে হবে।

যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ :

যোগাযোগের বিষয়াবলী	যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার পদ্ধতি ও উপাদান	যোগাযোগের মাধ্যম	সময়	সময়সীমা
সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবিহত করা।	সভা (মিটিং)	এইচ,আর, এডমিন, কমপ্লায়েন্স ও প্রশাসন	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর	৭ দিন
ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা	সভা (মিটিং) বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধকরন	এইচ,আর, এডমিন, কমপ্লায়েন্স ও প্রশাসন	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর	৭ দিন

উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারদের অবহিতকরণ।	সভা (মিটিং) এর বিষয় ও ট্রেনিং, মিটিং /ট্রেনিং এর বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধকরন ও সংরক্ষণ	এইচ,আর, এডমিন, কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর	৭ দিন
অভ্যন্তরীণ কর্মীদের অবহিতকরণ	সচেতনতা, প্রশিক্ষণ, সভা ও পি,এ সিস্টেম	এইচ,আর, এডমিন, কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর	চলমান
নতুন কর্মীদের সাথে যোগাযোগ	প্রশিক্ষণ, সভা ও পি,এ সিস্টেম	কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম	নিয়োগ প্রাপ্তির পর	চলমান

প্রশিক্ষণ : ইন্টারনাল অডিট এর SOP অনুসরণ করতে হবে।

কার্যাবলী	পদ্ধতি	মাধ্যম	কখন
অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন (ক) ইন্টারভিউ পদ্ধতি	১. কর্মীদের ইন্টারভিউ ২. কতৃপক্ষের ইন্টারভিউ ৩. নথিপত্র যাচাই ৪. পরিদর্শন	অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন টিম।	রুটিন অনুযায়ী
রিপোটিং	১. প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টি তৈরী। ২. পরিদর্শক এবং কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং। ৩. প্রাপ্ত ইস্যুর মূল কারণ উৎঘাটন। ৪. কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন।	অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন টিম	রুটিন অনুযায়ী
নিয়ন্ত্রণ	১. রিক্স এনালাইসিস ২. প্রিভিনন্টিভ এ্যাকশন ৩. তদারকি।	এইচ, আর, এডমিন, কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম।	রুটিন অনুযায়ী
সংশোধন	প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী পলিসিতে যদি কোন প্রকার পরির্বতন প্রয়োজন হয় তা হলে পরির্বতন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান	প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব অনুসারে।

Implementation & Communication: আলোচ্য অনুচ্ছেদের রুটিন ও প্রসিডিউর অংশে আলোচিত হয়েছে।

Feedback & Control: ইন্টারনাল অডিট এর মাধ্যমে আমরা পলিসির ফিডব্যাক অংশটি নিশ্চিত করি।

Management Meeting: প্রতি দুই (২) মাস অন্তর ইন্টারনাল সামারী অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ের উপর ম্যানেজমেন্ট মিটিং করা হয়। মিটিং এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ্যাকশন প্লানে কার্যকর করা হয়।

৫। রাসায়নিক দ্রব্য রাখার পাত্রগুলোর গায়ে নাম এবং ঝুঁকির চিহ্ন সংযুক্ত থাকতে হবে।

বিস্ফোরক

ক্ষতিকারক

দাহ্য

বিষাক্ত

স্বাস্থ্য বিপত্তি

জার

আশ্চর্যবোধক চিহ্ন

গ্যাস সিলিন্ডার

পরিবেশ
পারিপার্শ্বিক অবস্থা

পরিচালক
স্প্রিং ট্রেড লিঃ